Asia Floor Wage Alliance

যুক্তরাষ্ট্রের ট্যারিফ নীতির কারণে লক্ষ লক্ষ পোশাক শ্রমিকের জীবিকা হুমকির মুখে – AFWA ব্র্যান্ডগুলোর জবাবদিহিতা দাবি করছে

জুলাই ২০২৫

এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স (AFWA), এশিয়ার পোশাক শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ট্রেড ইউনিয়নগুলোর একটি জোট, এমন বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে একত্রিতভাবে অবস্থান নিয়েছে যা শ্রমিকদের স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলে এবং বৈশ্বিক বৈষম্যকে আরও গভীর করে তোলে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সম্প্রতি এশিয়া থেকে পোশাক আমদানির উপর যে ট্যারিফ আরোপ করেছে, তা লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবিকা বিপন্ন করছে – যাদের অধিকাংশই নারী এবং ইতিমধ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে মজুরি পাচ্ছেন।

এই ট্যারিফের ফলে COVID-19 মহামারির মতো একটি মানবিক সংকট সৃষ্টি হতে পারে – যখন বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো তাদের দায়িত্ব থেকে সরে গিয়েছিল, ব্যাপক ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ, মজুরি চুরি এবং লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বেড়ে গিয়েছিল। এই ভূরাজনৈতিক কৌশলের খরচ বহন করতে হবে শ্রমিকদের – যাদের অধিকাংশই নারী – যারা বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের মুখোমুখি হবেন। অথচ ব্র্যান্ডগুলো লাভকে মানুষের চেয়ে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

Wiranta Ginting, AFWA-এর ডেপুটি আন্তর্জাতিক সমন্বয়কারী বলেন, “ভূরাজনৈতিক সংঘাতে ট্যারিফকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। আমরা এই শাস্তিমূলক ট্যারিফ আরোপ প্রত্যাখ্যান করছি যা মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। ব্র্যান্ডগুলো যারা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে লাভ করছে, তারা ট্যারিফ পরিবর্তনের ফলে কারখানা বন্ধ বা ছাঁটাই হলে চুপ থাকতে পারে না।”

একটি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত বৈশ্বিক পোশাক খাত তৈরির জন্য, আমরা চারটি মূল নীতি পেশ করছি যা পোশাক শিল্পে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে:

১. ট্যারিফকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে

Asia Floor Wage Alliance

ট্যারিফ সাধারণত রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বৈশ্বিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এটি দুটি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে:

- শ্রমিকদের জন্য ন্যায্যতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য উৎপাদন পুনর্গঠন।
- নির্দিষ্ট অর্থনীতির বিরুদ্ধে ভূরাজনৈতিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

প্রথম ক্ষেত্রে, যদি ট্যারিফের মাধ্যমে সত্যিই পোশাক উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যেত, তাহলে শ্রমিকদের স্বার্থে এমন পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি দেওয়া যেত। তবে বর্তমানে এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যেখানে পোশাক উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর করা সম্ভব। উৎপাদন খরচ এতটাই বেশি হবে যে খুচরা মূল্য সাধারণ ভোক্তাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, বরং বিশ্বের অন্যান্য দেশেও। যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক খাতে ট্যারিফ আরোপের মাধ্যমে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এই ধরনের ট্যারিফের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে – অস্পষ্ট ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

AFWA এই ধরনের শাস্তিমূলক ট্যারিফ প্রত্যাখ্যান করে। ভূরাজনৈতিক সংঘাত মোকাবেলায় ট্যারিফকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

২. ট্যারিফ কাঠামো হতে হবে অনুপাতিক ও ন্যায্য

যদি ট্যারিফ আরোপ করতেই হয়, তাহলে তা হতে হবে অনুপাতিক এবং ন্যায্য। AFWA এমন কোনো ট্যারিফ নীতি প্রত্যাখ্যান করে যা বাণিজ্যের বিদ্যমান বণ্টনকে বিকৃত করে এবং অঞ্চলভিত্তিক কিছু দেশকে অন্যদের তুলনায় বেশি সুবিধা দেয়। অনুপাতহীন ট্যারিফ কাঠামো এশিয়ার উৎপাদন ভিত্তিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

আসলে, বৈশ্বিক উৎপাদন নেটওয়ার্ক উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিল্প ভিত্তি সম্প্রসারণের সুযোগ দিয়েছে, যদিও তা মূলত উৎপাদন চেইনের নিম্নস্তরে এবং শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে কম মজুরির চাকরির দিকে নিয়ে গেছে।

Asia Floor Wage Alliance

৩. ট্যারিফ রাজস্ব শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় করতে হবে

পোশাক শ্রমিকরা উৎপাদন খাতের মধ্যে সবচেয়ে কম মজুরি পান, এবং এশিয়া বৈশ্বিক বাজারের জন্য অধিকাংশ পোশাক উৎপাদন করে। এশিয়াতে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কর্মরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। দারিদ্র্যসীমার নিচে মজুরি পেয়ে নারী পোশাক শ্রমিকরা জীবিকা নির্বাহে সংগ্রাম করছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক আরোপিত ট্যারিফ তাদের রাজস্ব বৃদ্ধি করবে। কিন্তু এগুলো বৈশ্বিক উৎপাদন নেটওয়ার্কের উপর কর হিসেবেও বিবেচিত হওয়া উচিত এবং সেইভাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। ন্যায়বিচারের স্বার্থে, AFWA দাবি করছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পোশাক সরবরাহ চেইনের উপর কর আরোপের মাধ্যমে যে রাজস্ব অর্জন করছে, তা ন্যায্যভাবে ভাগ করতে হবে।

এই রাজস্বের অন্তত ৫০% উৎপাদনকারী দেশগুলোকে **পোশাক শ্রমিকদের জন্য একটি সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল** হিসেবে প্রদান করতে হবে। এই তহবিল শাস্তিমূলক ট্যারিফের বিধ্বংসী প্রভাব কমাতে সহায়তা করবে। এই তহবিল ছাঁটাই, কারখানা বন্ধ বা ট্যারিফ-সম্পর্কিত উৎপাদন স্থানান্তরের সময় শ্রমিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করবে।

এছাড়াও, বাণিজ্য কাঠামোতে এই তহবিলকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে এবং সরকারগুলোকে এই তহবিল গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।

৪. ব্র্যান্ডগুলোকে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে হবে

যখন কোনো ব্র্যান্ড সরবরাহকারী কারখানা থেকে সরে যায়—এর প্রভাব শ্রমিকদের জন্য তাৎক্ষণিক এবং বিধ্বংসী হয়। পুরো কর্মীবাহিনী কোনো সতর্কতা ছাড়াই ছাঁটাই হয়ে যায় এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো আয়ের উৎস থাকে না। এই ধরনের প্রস্থান বৈশ্বিক পোশাক সরবরাহ চেইনের একটি পুনরাবৃত্ত চিত্র—যেখানে ব্র্যান্ডগুলো নিজেদের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে, অথচ এর পরিণতি শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেয়।

Asia Floor Wage Alliance

আমরা COVID-19 সংকটের সময় এটি স্পষ্টভাবে দেখেছি: ব্র্যান্ডগুলো রাতারাতি অর্ডার বাতিল করেছে এবং সরবরাহকারী কারখানা পরিত্যাগ করেছে, যেগুলো বিভিন্ন পোশাক উৎপাদনকারী দেশে অবস্থিত ছিল। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক—যাদের অধিকাংশই নারী—মজুরি, ক্ষতিপূরণ বা কোনো ধরনের সহায়তা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্যারিফ-জনিত ব্র্যান্ড প্রস্থান এখন একই ধরনের ক্ষতির ঢেউ সৃষ্টি করার হুমকি দিচ্ছে—যদি না তাৎক্ষণিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কোনো ব্র্যান্ড যেন এশিয়া ব্র্যান্ড বার্গেইনিং গ্রুপ (ABBG)—AFWA-এর আঞ্চলিক দরকষাকষির সংস্থার সাথে আলোচনা ছাড়া কোনো কারখানা থেকে সরে না যায়। এখানে দুটি পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে:

১. যদি কোনো ব্র্যান্ডের প্রস্থান সম্পূর্ণ কারখানা বন্ধ করে দেয়, তাহলে শ্রমিকদের তাদের কর্মজীবনের জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং হঠাৎ বেকারত্বের মুখোমুখি হতে দেওয়া যাবে না। ক্ষতিপূরণ সময়মতো, স্বচ্ছভাবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী দিতে হবে এবং ব্র্যান্ডের ব্যবসার পরিমাণ অনুযায়ী সরবরাহকারী দেশ ও কোম্পানির ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে।

২. যদি আংশিক বন্ধ হয়—যেমন ছাঁটাই, কাজের সময় কমে যাওয়া বা মজুরি হ্রাস—তাহলেও শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। অস্থায়ী ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পুরো সময়ের জন্য তাদের নিয়মিত মজুরির অন্তত ৭৫% ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি এই অস্থায়ী ছাঁটাই স্থায়ী হয়ে যায়, তাহলে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, ছাঁটাইকৃত সকল শ্রমিকের পুনঃনিয়োগ একটি অপরিবর্তনীয় শর্ত। ব্র্যান্ডগুলো সরাসরি দায়িত্ব বহন করে যেন ট্যারিফ-সম্পর্কিত উৎস সিদ্ধান্তের কারণে সৃষ্ট বিঘ্ন ইউনিয়ন বা শ্রমিক অধিকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হাতিয়ার না হয়ে ওঠে। পোশাক শ্রমিকদের কখনোই ত্যাজ্য বা অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না।

Asia Floor Wage Alliance

শ্রমের একটি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক, যা ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায্য এবং টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে সমর্থন করে এবং সকল ধরনের বাণিজ্য অবিচারের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলে। এই দৃষ্টিভঙ্গির দুটি মূলনীতি হওয়া উচিত:

১. সকল দেশের মধ্যে শিল্প ভিত্তির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন।
২. বৈশ্বিক উৎপাদন নেটওয়ার্ক থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের টেকসই ও ন্যায্য বণ্টন।

আমরা এমন একটি বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামো প্রত্যাখ্যান করি যা শোষণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে—যেখানে ব্র্যান্ডগুলো বিলিয়ন ডলার লাভ করে, অথচ শ্রমিকদের—বিশেষ করে নারীদের—দারিদ্র্য ও ঋণের মধ্যে ঠেলে দেয়। এখন সময় এসেছে বৈশ্বিক বাণিজ্যের নিয়ম পুনর্লিখনের: এমন একটি কাঠামো যেখানে কেবল কিছু মানুষের জন্য সম্পদ সৃষ্টির পরিবর্তে শ্রমিকদের অবস্থান থাকবে কেন্দ্রে।

বৈশ্বিক পোশাক শিল্পকে ন্যায়বিচার, সমতা এবং জবাবদিহিতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে।

ব্র্যান্ডগুলো যেন কম মজুরির শ্রম থেকে লাভ করে এবং সংকটের সময় শ্রমিকদের ছেড়ে চলে যেতে না পারে। সরকার যেন মানবজীবনের বিনিময়ে বাণিজ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে।

আমরা বৈশ্বিক শ্রম আন্দোলনকে আহ্বান জানাই এশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে—কারণ, যখন শ্রমিক শ্রেণির একটি অংশ আক্রান্ত হয়, তখন পুরো শ্রেণিই হুমকির মুখে পড়ে।

বাধ্যতামূলক ব্র্যান্ড দায়বদ্ধতা, শ্রমিকদের জন্য বাণিজ্য রাজস্বের পুনর্বণ্টন এবং শোষণমূলক বাণিজ্যের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের মাধ্যমে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব। এর চেয়ে কম কিছু হলে তা বিশ্বাসঘাতকতা। এর কম কিছু হলেই হলো সহঅপরাধিতা।